বেজায় রগড়

রঙ্গনাট্য

"দি গ্রেট ন্যাশন্যাল" থিয়েটারে অভিনীত

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

চারি-আনা

নবম সংস্করণ
১৩২৯ বৈশাখ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

রঙ্গোক্ত পাত্রপাত্রীগণ

পুরুষ

রামকমল ঘোষাল	...	বৈদ্যপুর-নিবাসী ব্রাহ্মণ।
পদ্মলাল	...	ঐ ভাগিনেয়।
ষোড়শী কান্ত চৌধুরী	...	পূর্ব্ববঙ্গ-নিবাসী ধনাঢ্য ব্যক্তি।
জীবনধন	...	ঐ পুত্র।

পাণ্ডাগণ, ভিখারিগণ, মুখুয্যে, চাটুয্যে, গাঁটকাটা, যুবকদ্বয়, ভদ্রলোক
মেথর, খেজুররস-বিক্রেতা, জুয়াচোর, প্রতিবাসিগণ,
ভট্টাচার্য্য, হরঠাকুর্দ্দা, ইত্যাদি।

স্ত্রী

মাতঙ্গিনী	...	ষোড়শীকান্তের পত্নী।
বিমলা	...	রামকমলের পত্নী।
ক্ষেন্তপিসী	...	প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা।
ঝি	...	ষোড়শীকান্তের পরিচারিকা।

রমণীগণ, খেজুররস-বিক্রেতা-পত্নী, তাঁতিনীগণ, বিরহিণীগণ,
কৃষকপত্নীগণ, প্রতিবেশিনীগণ, ইত্যাদি।

উৎসর্গ

অভিনেতৃকুলগৌরব ও যশস্বী নাট্যকার

সোদরপ্রতিম—

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

সহৃদয়েষু—

ভাই অমর !

তোমারই কথায় এই "রঙ্গনাট্য" লিখিত। তুমিই পড়িয়া শুনিয়া স্বহস্তে ইহার নামকরণ করিয়াছ। তুমি আনন্দ পাইয়াছ বলিয়া আমি নিঃসঙ্কোচে এই ক্ষুদ্র-কলেবর গ্রন্থখানি তোমার করে উপহার দিয়া আনন্দলাভ করিলাম।

ইতি—

অভিন্নহৃদয়

ভূপেন।

কলিকাতা,
২৪ নং চোরবগান
সেকেণ্ড লেন।

বেজায় রগড়

দৃশ্যকাব্যরঙ্গ

প্রথম রঙ্গ

গঙ্গার ঘাট। (চন্দ্রগ্রহণের দৃশ্য)

পাণ্ডাগণ, ভিখারিগণ, পুরুষগণ ইত্যাদির জনতা

গীত

রমণীগণ।

(ঐ) চাঁদেতে গেরোণ লেগেছে।
বাড়িয়ে শুলো, রাহু কেলো, ধোলো অঙ্গ ছুঁয়েছে ॥
সহজে তো ছাড়বে না এবার,
খিদের চোটে পুরবে পেটে, চাকিশুদ্ধ তার,—
(তাই) ধরা অশুদ্ধ সবাই ক্রুদ্ধ, মাগীমদ্দ খেপেছে ॥
যত, কেলে হাঁড়ী তাড়াতাড়ি, প'ড়ল আঁস্তাকুড়ে,
(বাজে) শঙ্খঘণ্টা—ফাটিয়ে কণ্ঠা চেঁচায় সহর জুড়ে ;
খেয়ে, বিষম তাড়া, হতচ্ছাড়া (ঐ) উগ্‌রে বুঝি দিয়েছে ॥

(শঙ্খ—ঘণ্টাধ্বনি, "হরিবোল"—"হরিবোল" শব্দ)

কাণা। জয় হোক—দাতা বাবা,—জয় হোক্—রাণী মা,—জয়—জয়কার হোক্—কাণাকে দান কর মা—

খোঁড়া। খোড়াকে দান কর মা—

ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণকে দান কর মা! অন্নদান—বস্ত্রদান—কাঞ্চনদান—স্বর্ণদান—রৌপ্যদান—

সকলে। গ্রিন্ দান—গ্রিন্ দান—অন্নদান—বস্ত্রদান- কাঞ্চনদান—গ্রিন্ দান—

বৈষ্ণব। (সুরে) "প্রভাসতীর্থপুরে—যেতে দে বাপুরে—ওরে, দেখ্‌তে দে কৃষ্ণ কি যজ্ঞ ক'রেছে"—

ভট্টাচার্য্য। এস—এস—এদিকে এস মা লক্ষ্মীরা—এদিকে এস—আমি নবদ্বীপবাসী ন্যায়চঞ্চুর প্রপৌত্র—এস এস—তোমাদের গ্রহণের স্নান করিয়ে দিই! আজ মহাদিন! ডুব দিন—ডুব দিন—বলুন—"উত্তিষ্ঠং গম্যতাং রাহু ত্যজ্যতাং চন্দ্রসঙ্গমঃ। কর্ম্মচাণ্ডালং যো গোত্রং কুরু পাপক্ষয়ং মম—"

বিন্দী পিসী। আরে মর' ঠাকুর! এখন ব্যাড়্ ব্যাড়্ ক'রনা। অন্ধকারে চোখে কিছু দেখ্‌তে পাইনা। ওরে অ মেজবৌমা—অ সেজবৌমা—ওরে কোন্‌দিকে গেল—ওরে এদিকে—এদিকে! ওরে অ তেলকধারী—আমার আদ্‌লা চাবটে কইরে—ওরে অ—

(বলিতে বলিতে প্রস্থান)

মুখুয্যে মহাশয়। ওহে চাটুয্যে—এদিকে যে বেজায় ভিড়! ইহি—হি—হি! কি শীতরে বাবা! এত শীতে কি রাত্রিবেলায় গঙ্গানাওয়া পোষায়? বুড়োহাড়ে কি শক্তি আছে সে রকম?

চাটুয্যে। আরে—আমি কি আর সাধ ক'রে এসেছি? তেজপক্ষের

তিনি—দু'টো রাত্রে বায়না ধ'রলেন—গেরোণে গঙ্গাস্নান কর্ত্তে যাবো! তাই বাড়ীর সব ছেলেমেয়েদের গাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে—এখানে আগ্‌লাতে এসেছি। গঙ্গার ঘাট বড় খারাপ জ্যায়গা—বুঝেছ?

মুখুয্যে। আরে রাম রাম—এত শীতে—এত অন্ধকারে—এত ভিড়ে—এত ফাঁকায় মেয়েদের ছেড়ে দিতে হয়? ইহি—হি—হি—হি চল একটু গঙ্গাজল স্পর্শ করা যাক্! ইহি—হি—হি—বেজায় শীত—

চাটুয্যে। আর স্পর্শ কর্ব্বার দরকার কি? গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রুয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি,—এতো এক রকম গঙ্গার গর্ভে দাঁড়িয়ে রয়েছি! চল চল দেখিগে—মেয়েদের স্নান হ'ল বুঝি—

জনৈক ভিখারী। (সুরে) "হেলাতে রতন হারায়োনা মন—"

মুখুয্যে। আরে দুত্তোর রতন—চল হে চাটুয্যে—ওদিকে দাঁড়াইগে—

(প্রস্থান)

জনৈক গাঁটকাটা। এক ব্যাটাও পকেট ভারি ক'রে আসেনি! পর্ব্বটা বাজে গেল দেখ্‌ছি। কোনো ব্যাটার পকেটে একটা চাবি,—কোন ব্যাটার পকেটে নস্যির ডিবে! শীতকালে ট্যাঁকে হাত দেবার যো নেই—সব ব্যাটারা ঘেরাটোপ দিয়ে এসেছে—দেখি একটু ঘুরে ফিরে—

(প্রস্থান)

জনৈক যুবক। ওরে কেষ্টা—এই এদিকে—এদিকে ত্যাখ্! বাঃ—বাঃ—মাইরি—ফাষ্ট্ কেলাস—

অপর যুবক। বা—বা—বেড়ে চিজ্ তো রে! বোধ হয় কোনো বড়লোকের বাড়ী থেকে এসেছে! (সিস্ দেওয়া) তাইতোরে—এ দিকে চায় না যে!

১ম। ও পাশে দেখ্‌ছিস্? ঐ যে নীলাম্বরী কাপড় পরা—

২য়। কৈ—কৈ বল্ দিকি—

১ম। আরে—ঐ যে—সোণার চুড়ী হাতে—ঐ মুখে জল দিচ্ছে—

২য়। আরে তাইতো রে—এ যে একেবারে ইহুদীর বাচ্ছা!

১ম। কেমন বাবা! তখন যে বড় আস্‌তে চাওনি? গঙ্গার ঘাটে কত রং বেরংএর জিনিস দেখতে পাওয়া যায়—

জনৈক ভদ্রলোক। তাতো পাওয়া যায়! এ রকম নিজের বাড়ীতেও তো অনেক আছে—দেখ্‌তে পাবনা?

১ম। কে হে তুমি?

ভদ্রলোক। তোমাদের যম। শালারা! এখানে দাঁড়িয়ে ভদ্র লোকের মেয়েদের ওপোর কুনজর ক'চ্ছ? পাজী—

২য়। দে—দে—দেখুন মশাই—খবরদার ব'লছি—

ভদ্রলোক। বেরো শালারা এখান থেকে—ফের্‌ যদি—

১ম। আচ্ছা দেখে নেবো—আমরা ছুতোরপাড়ার ছেলে—

(প্রস্থান)

ভদ্রলোক। তা—আচরণেই বুঝিছি—

উড়ে পাণ্ডা। আস—আস—নীডরতন বাবু আসো—এত্তে দেরি হলা কাঁই কি?

ভদ্রলোক। আরে বাপু! শীতকালে কি সহজে শেষরাত্রে ঘুম ভাঙে?   (প্রস্থান)

নক বাঙ্গাল। হ—হ——হ—হ—কি অইল! চ্যানাডা কোযানে যাইল রে? ও বারতচন্দর—ও বারতচন্দর—ওরে কুথারে! ও বারতচন্দর—   (প্রস্থান

(রামকমল ঘোষাল ও পদ্মলালের প্রবেশ)

রাম। ওরে পদা—

পদা। (খর নস্য লইয়া) কি বাবা—

রাম। মর্ ব্যাটা—কা'কে কি বলে দেখ—

পদ্ম। (নস্যের দ্বারা নাসিকা বন্ধ করিয়া) কেন? তোমাকে বাবা ব'ল্‌ছি—তাতে দোষ কি?

রাম। দূর গাধা! মামাকে বাবা ব'লতে আছে?

পদ্ম। রাব্—বাব্। তা কি আছে? বাবাকে বাবাইত ব'ল্‌ছি,—বাবা বলব কেন?

রাম। খুব কতকগুলো নস্যি নাকে গেদেছিস্ বুঝি?

পদ্ম। তা—না গাদ্‌লে চল্‌বে কেন? (নাক পরিষ্কার করিয়া) তুমি এই শীতে পথে বসেই চার ছিলিম গাঁজা ওড়ালে,—দিব্যি বোমবান হ'যে—সোঁ—সোঁ ক'রে চ'লে এসেচ,—আমার তো একটা কিছু চাই!

রাম। বকিস্‌নি—বকিস্‌নি—থাম! তুই এক কাজ কর্ দিকি। পার্ব্বি তো?

পদ্ম। উঁহু।

রাম। পার্ব্বিনি? ফস্ ক'রে "না" বলে ফেল্‌লি!

পদ্ম। তা কি আবার? ফস্ করে "হ্যাঁ" বলে ফেলতে হবে—তার ওপোর এই গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে?

রাম। ব'ল্‌বিনি? আমি যে কাজ ক'র্ত্তে ব'লব—তোকে তখুনি তাই ক'র্ত্তে হবে! জানিস্—আমি তোর অন্নদাতা পিতৃতুল্য?

পদ্ম। তা'হলে তোমাকে "বাবা" বলেই ডাকিনা কেন?

রাম। ব্যাটা—মামার বাড়ীর ভাত মারিস্—তার আবার অত চোট্‌পাট্ জবাব কিরে ছুঁচো?

পদ্ম। ভাত অম্‌নি মারি—না? আমার পাওনা নেই?

রাম। তোর আবার পাওনা কিরে? তোর বাবা ব্যাটা নেশা ভাং ক'রে ঘরবাড়ীদোর বেচে সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে মোলো—তোর

মা তোর হাত ধ'রে আমার আশ্রয়ে এসে প'ড়্‌ল! বছর না যেতেই রাক্ষস ছেলে—মাকেও খেয়ে ফেল্লি! আমি যদি বাড়ী থেকে আজ তাড়িয়ে দিই,—তাহ'লে দাঁড়াস্‌ কোথা?

পদ্ম। বল—বল—খুব ব'লে যাও। হুঁঃ—তাড়াবে! তাড়াবে কি মামা? আমার স্নুদে আসলে টাকাগুলো সব চুকিয়ে দাও দিকি!

রাম। কিসের টাকা? তোর আবার টাকা কিসের?

পদ্ম। হুঁ—হুঁ—বাবা—সে খবর আর রাখিনি মামা? আমার বাবা—অর্থাৎ তোমার বোনাই,—তাঁর বিয়ের সময়—তোমার বাবার কাছ থেকে দেনা-পাওনার পাঁচশো টাকা কি সমস্ত চুকিয়ে পেয়েছিলেন? বাবা বিয়ের রাত্রে উঠে চলে আসেন আর কি! ভাগ্যে তোমার বাবা একখানা হ্যাণ্ড্‌নোট্‌ লিখে দেয়—তাইতে তোমার বোনের বিয়ে হয়! আমি যে তোমাদের ভাত খাচ্ছি—সেই টাকার স্নুদ থেকে চ'লছে—তা জান?

রাম। চুপ কর্‌ ব্যাটা—সকাল বেলা—গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা বলিস্‌নি! আমার বাবার তো আর মাথা খারাপ ছিলনা—যে, তোর বাবার মতন পাত্রকে ৫০০৲ নগদ দিয়ে মেয়ের বিয়ে দোবো ব'লে ঠিক করেছিল!

পদ্ম। ক'রেছিল কি না ক'রেছিল—কাল উকীলের বাড়ী থেকে যখন টাকার দাবী দিয়ে চিঠি আস্‌বে তখন বুঝতে পার্‌বে!

রাম। কই সে হ্যাণ্ড্‌নোট্‌ দেখি!

পদ্ম। হুঁ—হুঁ—মামা! আমায় এমনি কাঁচা ছেলে পেলে কিনা! আমি পাকা উকীলের জেম্মায় সে সমস্ত কাগজপত্র রেখে—এখানে তবে গ্যাঁট্‌ হ'য়ে ব'সে আছি।

রাম। ওরে ব্যাটা—তিনবছর হ'লেই হ্যাণ্ড্‌নোট্‌ তামাদি হ'য়ে যায় —সে খবর রেখেছিস্‌?

পদ্ম। তা আর রাখিনি মামা? নইলে—তুমি ম'লে বিষয় আশয় রক্ষা কর্ব্ব কি ক'রে? এতদিন তবে তোমার সেবা কচ্ছি কি জন্মে? নিজের হাতে যে কত তোয়াজ ক'রে গাঁজা টিপে—সেজে খাওয়াই, সেকি তোমার ঐ কুঁচের মতন চক্ষু দুটির বাহার দেখ্‌বার জন্মে? তুমিও নেশায় ভোম্ হ'য়ে পড়,—আর আমিও সেই সময় হ্যাণ্ড্‌নোট্ সই করিয়ে নিই—

রাম। এ্যাঁ—ব—ব—বলিস্ কিরে ব্যাটা ডাকাত? তোর পেটে পেটে এত বুদ্ধি? ওরে ব্যাটা পাজি নচ্ছার—আমার সর্ব্বনাশ কর্ব্বার জন্মে কি দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষ্‌ছি?

পদ্ম। দেখ মামা—গঙ্গাতীরে—গেরোণের দিন—ক'ল্‌কেতার সহরে এসে আমাকে রাগিওনা ব'লছি! নইলে এই আমি উকীলের বাড়ী চ'ল্‌লুম—কালই নালিশ ক'রে দোবো—

রাম। ওরে—ওরে পদা! বাপ আমার—ধন আমার—নীলমণি—সোনার যাদু! আমার সঙ্গে তোমার এতটা শত্রুতা কেন বাবা? ওরে বাবা—নালিশ কি রে বাবা? আমি যে নালিশ-মকদ্দমা বড় ভয় করি বাবা! আমি যে উকীলের নাম শুন্‌লেই মূর্চ্ছা যাই রে বাপ! বাবা—আমি যেমন ক'রে পারি তোর টাকা চুকিয়ে দোবো—তোকে আর কখনো কিছু ব'ল্‌ব না বাবা,—নালিশ ফালিস করিস্‌নি যাদু! ওরে—তুই কি শেষে আমার কান্‌য়ে ভাগ্নে হলি?

পদ্ম। তুমি যদি কংসমামা হও—তাহ'লে কাজেই আমাকে তাই হ'তে হবে। যাক্—তোমার সে সব ভাবনা নেই! এখনও আড়াই বৎসর সময় আছে—এর মধ্যে টাকাটা চুকিয়ে দেবার যোগাড় কর! আর যেখানে সেখানে আমাকে তোমার অন্নদাস ব'লে পরিচয় দিওনা!

রাম। দুর্গা—দুর্গা—তোমাকে আমার মেসোমশাই ব'লে পরিচয়

দোবো বাবা—তুমি ভাবছ কেন? এখন বোসো বাবা—তুমি আমার এই পোঁট্‌লা পাঁট্‌লা আগলে বোসো দিকি—আমি চট্‌ ক'রে একটা মুক্তিস্নানের ডুব দিয়ে আসি!

পদ্ম। ওঃ—মামা—বেজায় শীত—আর নেয়ে কাজ নেই!

রাম। বলিস্‌ কিরে? দেশ থেকে গেরণের স্নান ক'র্ব্ব ব'লে সমস্ত রাত হেঁটে এতটা পথ কল্‌কাতায় এলুম,—স্নান ক'র্ব্ব না?

পদ্ম। তা চলনা,—ঐ পাণ্ডাদের কাছে কাপড় চোপড় রেখে দু'জনে স্নান করিগে—

রাম। আরে পাগল নাকি? ও উড়ে ব্যাটারা মহাচোর! ওদের কাছে কাপড় রাখ্‌লে এখুনি দু'জনের দরুণ দু'টো পয়সা নেবে!

পদ্ম। তা আজকের দিনে বামুনকে না হয় দু'টো পয়সা দিলে! পুণ্যি হবে—

রাম। ওরে—পুণ্যি কি আর অন্য রকমে করা যায়না? আমি আস্‌ছি,—তুই পাঁচ মিনিট দাঁড়া না—একটা ডুব দিয়েই উঠে আস্‌ছি। আর ছ্যাথ্‌—এই হাঁড়িটা খুলিস্‌নি—

পদ্ম। ওতে কি আছে মামা?

রাম। শোন্‌ বলি! গোলমাল করিস্‌নি। ওতে দু'টো কেউটে সাপ ধ'রে এনেছি;—কোম্পানিকে দিলে কিছু টাকা পাওয়া যায়—তাই নিয়ে যাচ্ছি।

পদ্ম। এঁ্যা—ওরে বাবা—সাপ? আমি ও কাছে রাখ্‌তে পার্ব্বনা! যদি কোন রকমে বেরিয়ে ফোঁস ক'রে কামড়ায়?

রাম। ওরে পাগলা—তার কি আর যো আছে? আমি সরা দিয়ে ন্যাকড়া দিয়ে দড়ী দিয়ে মুখটা কি রকম বেঁধেছি দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌ না? তুই এক পাশে রেখে বোসে আগ্‌লানা,—তোর কোনো ভয় নেই।

পদ্ম। বটে—বটে মামা? কোম্পানিরা সাপ ধরে দিলে টাকা দেয়? কেন? ডাঁটা-চচ্চড়ী রেঁধে খায় বুঝি?

রাম। কি করে—তারাই জানে বাবা! তুই বোস্—দেখিস্—কোথাও যাস্‌নি— (রামকমলের প্রস্থান)

পদ্ম। ওঃ—ব্যাটা কি পাষণ্ড! কেমন পট্টি ঝেড়ে গেল দেখেছ? নরাণাং মাতুলক্রমঃ! দু'জনেই মাতব্বর! মিথ্যে কথা কারুর বাধেনা বাবা! কে জানে গঙ্গাতীরে—আর কে জানে শালগ্রাম হাতে ক'রে! ব্যাটা হাঁড়ীটা সমস্ত পথটা হুঁসিয়ারিতে নিয়ে এসেছে,—একবার দেখাই যাক্—কি আছে! (তাড়াতাড়ি হাঁড়ীর মুখ খুলিয়া) বা—হোয়া! বা—হোয়া! হো হো হো—বড় জবর ভোজ! পো'টাক্ নূতন গুড়ের মোণ্ডা! ভোর বেলায় বড় ক্ষিদেই পেয়েছে (সন্দেশ ভক্ষণ)। আগে মুখটা যেমন ছিল বেঁধে ফেলি! (তথাকরণ) বাবা—পৃথিবীর কেউটে সাপগুলো যদি সব এই রকম হয়—তা হ'লে আমি তো এখুনিই ব্যোম্ ভোলানাথ হ'য়ে যাই! ঐ ব্যাটা কাল্‌নিমে আসছে—

(রামকমলের পুনঃ প্রবেশ)

রাম। জয় গুরুগঙ্গা—জয় গুরুগঙ্গা। কই বাবা—পদ্মলাল—ইহি—হি—হি—বেজায় শীত! বাপ্! শরীরটা একেবারে কালিয়ে গেল! হাঁড়ীটা ঠিক আছে তো বাবা—নাড়াচাড়া করনি তো?

পদ্ম। বল কি মামা? আমার প্রাণের ভয় নেই? উঃ—ব্যাটারা কি রকম ফোঁস ফোঁস কচ্চে—একবার কাণ দিয়ে শোন না—

রাম। থাক্—থাক্—কিছু ভয় নেই! তুই স্নান ক'রে আয়!

পদ্ম। মাপ কর মামা! একে ম্যালেরিয়ার রোগী আমি—এই শীতে ভোর রাত্রে ডুব দিলে, একেবারে সন্থ সন্থ সান্নিপাতিক ধ'র্ব্বে! তার

চেয়ে তুমি একটু তোমার গামছা নিংড়ে জল আমার হাতে দাও—আমি স্পর্শ করি। বলে "মন যব চাঙ্গা—কটোরামে গঙ্গা"—

রাম। তা বটে—তা বটে! তবে তাই কর্! হাত্মাথ্ পদ্মা গঙ্গা নেয়ে পুণ্যি তো হ'ল—এখন দু'জনে দান ক'রে পুণ্যি করি আয় এই আমার কাছে একটা আধুলি আছে! আমি তোকে দান করি আবার তুই আমাকে দান কর্ব্বি!

পদ্ম। বাঃ—বাঃ—ঘরাঘরি? ঘরাঘরি? বেড়ে বুদ্ধি ক'রেছ মামা! বেঁচে থাক—বেঁচে থাক—আর তোমায় প্রাতর্ব্বাক্যে কি ব'লব বল! গাঁটের কড়ি গাঁটেই রইল—মাঝখানে থেকে দু'ব্যাটাই দাতাকর্ণ দাও বাবা—আমি তো ভিখিরি বামুন—উপযুক্ত দানের পাত্র—দাও বাবা—ব্রাহ্মণকে দান কর বাবা—গেরোণের দিন—মহাপুণ্যি হবে!

রাম। (আধুলি প্রদান) এই নাও—তোমায় দান কল্লুম।

পদ্ম। (আধুলি গ্রহণপূর্ব্বক) বেঁচে থাক বাবা—তোমার সশরীরে স্বর্গলাভ হোক্—তুমি হনুমানচন্দ্রের মত অমরত্ব লাভ কর বাবা!

রাম। বেশ—বেশ পদ্মলাল! দিব্যি বলিছিস্। এইবার তুই দানপুণ্য কর্—

পদ্ম। আমি? আমি আর কি কর্ব্ব মামা? তুমি দান কল্লেই—আমার করা হ'ল! তোমার বাড়বাড়ন্ত—ভালমন্দ হ'লেই আমার মঙ্গল! আমি ছেলেমানুষ—আমি কি দান ক'র্ব্ব মামা?

রাম। এঁ্যা—বলিস্ কিরে? তুই দিবিনি?

পদ্ম। আহা—মামাগো—এমন অদৃষ্ট যদি কর্ব্ব তবে আমার এ দুর্দ্দশা হবে কেন?—পুণ্যবান্—ধার্ম্মিক—ঈশ্বরজানিত লোক তুমি,—তোমার সঙ্গে কি আমার তুলনা? চল মামা—একবার সহরটা ঘুরে

যাই! মামা—কিছু পয়সা-কড়ি আছে? একটু জলযোগ কর্ব্বার যোগাড় করি,—দাওনা!

রাম। তোমার মুখে ঝাড়ু দোবো রে ব্যাটা চোর—জোচ্চোর!

পদ্ম। কি—মামা! আমাকে চোর? আবার জোচ্চোর? তবে আজ সর্পাঘাতেই নিজের প্রাণ বিনাশ ক'র্ব্ব—(হাঁড়ী ভাঙিল)

রাম। এঁ্যা—কি—কি—কল্লি?

পদ্ম। ঐ——ঐ—ঐ সাপ দু'টো পালালো! মামা! সরে এসো ঐ যায়—ঐ পালায়—সরো—সরো—উঃ—কি চক্কর রে বাবা!

(লোকজনের প্রবেশ)

লোকজন। কি হে—কি?

পদ্ম। সাপ—সাপ! পাকা সওয়া তিন হাত—

লোকজন। কৈ-কৈ কৈ হে— (লোকজনের প্রস্থান)

পদ্ম। ঐ—ঐ—ওদিকে—মামা—

রাম। যা—তুই দূর হ—তোর মুখদর্শন কর্ব্ব না! (প্রস্থান)

দ্বিতীয় রঙ্গ

রাজপথ

খর্জ্জুররস-বিক্রেতা ও তৎপত্নী

গীত

এনেছি, কলসী ভ'রে নিশিভোরে টাট্‌কা খেজুররস।
এ সুধাসিন্ধু বিন্দুপানেই হবে সবাই বশ॥
একি মজা বঙ্গদেশে!
কাঁটা-অঙ্গ ভরা রসে,
(তার) কাটা ঘাড়ে, বাঁধা ভাঁড়ে, (মধু) প'ড়েছে টস্ টস্।

ঘুম ভাঙেনা দস্তি শীতে,
বেজায় বাবু আলিস্যিতে,
লেপ টা ছেড়ে, ক্রেড ফুঁড়ে খাও ঘটি দু'-দশ ,
হবে, দেহ তাজা, পাবে মজা, রবেনা বিরস ॥

(গীতান্তে প্রস্থান)

(ষোড়শীকান্ত চৌধুরী ও জীবনধনের প্রবেশ)

জী। বাওয়া ! (ক্রন্দন সুরে) হুঁ উঁ-উ—

ষো। কির‍্যা বিটা—কি কোস্ ?

জী। উ কি যায় ?

ষো। খাজুরগাছের মাথাটা কাট্ছে—তাতে ভার বাধি দিছে। সারারাতি বোস্ গরাইছে—হ্যাই ভারে পর্ছে। তাই হালার পুত—মানুষিরি করি লইযে খোযাইছে !

জী। আমি রোস খাইমু। হুঁ-উ-উঁ-উ—

ষো। আরে—থ্—থু—থু—এমন কথাডি কোস্না রে জীবনদন। বদ্দরনোক কি বোস্ খায ? কল্কাত্তাই বাবু বোস্ভরা—রসিকচুরামণি ! তারা যার-তার বোস্ খাইয্যা হজম কত্তি পারে। আগোগো বঙ্গজ ধাতে সইবে তো নি।

জী। বাওযা ! উডা কি যায ?

ষো। আরে ইধারে আগ ! সইরে আয ! গৌরচন্দ্র ! গৌরচন্দ্র ! আরে কাছে আয়—ছুস্না—ছুস্না—আরে জীবনদন—বাপ্পা !

(ময়লার ভার লইয়া মেথরের প্রবেশ)

মেথর। "পরদেশো গইলা বঁধুবা—হো-ও-ও" (ষোড়শীকান্তকে) বাবু ! পূজার বথ্শিস্-উথ্শিস্ কুছ না পাওয়া—

ষো। আরে লে—লে—জল্দি ভাগ্ (টাকা প্রদান)

মেথর। সেলাম বাবু। তাঁবেদার আপ্‌নেকোহি—"আরে নয়নামে নিদ্ লাগ্‌লে হো-ও-ও ও" (মেথরের প্রস্থান)

জী। বাওয়া—চাদি ছ—মাল নিছনা - হুঁ-উঁ উঁ—

যো। আবে চুপ দে—বাউবা ছাওযাল—চুপ!

জী। আমি উই খাব—হুঁ উঁ উঁ—

যো। আরে থু—থু—থু—নির্ব্বংশের পোলা—কি কইস্? থু—থু—থু—

জী। আমি উই খাব—হুঁ উঁ উঁ উঁ

যো। আরে গরে চ অর্ব্বাচীন। আর তোবে লইযে সরকে বার হমুনা! হালাব পুত! গর্ব্বস্রাব!

জী। তুমি টাহা দিছ—খাবাব নিছ না! আমারে লুকায়ে খাবে—হুঁ-উঁ-উঁ-উঁ-উঁ—

যো। কি? আমি যোবংশীকান্ত চৌধুরী—পূর্ব্ববঙ্গের জমীদার—হাটখুলার শ্রেষ্ঠ আরৎদার,—চার কুরি এক মুদ্রা নগদ দিয়্যা তোর গোবদাবিণীবে বিযা কইরে গরে আন্‌ছি! আমার পুত্র—আমার ঔবসজাত হইয্যা—আমারে অখাদ্য খাতি কোস্? যা দুব যা—আমার পিণ্ড চাইনা—তুই মইবে যা! তোর গলায় পা দিয়্যা—তোর মুয়ের মধ্যে হস্ত পুরাইযে—তোর নারিভুরি টাইনে লইয়ে—তোর শ্রাদ্ধ শুদ্ধ ক'রে দিমু! পাজি—অপগণ্ড—বুত!

জী। হুঁ—উঁ-উঁ—আমি উই খাব—হুঁ-উঁ-উঁ উঁ

(ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি)

(রামকমল ও পদ্মলালের প্রবেশ)

প। (তাড়াতাড়ি জীবনকে উঠাইয়া) আহা—হা—সোনার চাঁদ

ছেলে! বাবুজি! ছেলেটাকে মার্ব্বেন না—মার্ব্বেন না—বড় সুলক্ষণ ছেলে আপ্‌নার—

ঘো। আরে—ছাড়ান্ দাও কুর্ত্তা! উ গোডারে আমি ত্যজ্যপুত্তুর কর্‌মু।

প। সেকি—সেকি—বাবু মশাই? পেটের ছেলে আপনার! দুধের ছেলে—ননীর গোপাল—এখনও আঁতুড়ে গন্ধ গায়ে রয়েছে! এর ওপোর কি রাগ ক'র্ত্তে আছে বাবুজি? আমার কাছে তো বেশ ঠাণ্ডা হ'য়ে আছে! আহা—রাজপুত্তুর—রাজপুত্তুর—

রাম। বাবুজি! আপনি রাজালোক—ছেলে সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছেন! একটা ভাল চাকর নেই আপনার যে ছেলেকে আগ্‌লায—দেখে শোনে?

ঘো। আরে দুঃখের কথা কও ক্যান্? আজ পাঁচ বোৎসর নি হালার কল্‌কাত্তা আস্‌ছি। একডা বালো চাকরও জুটছে না,—একডা হালুইকর ব্রাহ্মণও জুটছে না—বরই মুস্কিল হইছে।

রাম। কিরে পদ্দা? কল্‌কাতায চাকরি কর্ব্বি ব'ল্‌ছিলি—এঁর কাছে থাকবি?

প। এক্ষুণি—এক্ষুণি। বাবুজি। আমায রাখবেন?

ঘো। তোমরা কনে আস্‌ছো? কি জাত?

রাম। আজ্ঞে—আমি নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণ। এই সহরের সন্নিকটে বল্লিপুর গ্রামে আমাদের বাসস্থান।

প। মামা! তুমি বাবুজির সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'রে সব ঠিক কর,—আমি রাজপুত্তুরকে একটু ভুলিযে নিয়ে আসি। এস খোকা—ঘোড়া দেখিয়ে আনি।

জী। আমি ওবা থাইমু—হুঁ—উঁ-উঁ-উঁ—

(পদ্মলাল ও জীবনধনের প্রস্থান)

যো। বাঃ—বোরো হুসিয়ার চালাক লোক দেহি তো। বোরো জবর লোক পাইছি! কও ঠাউরজি! কতো ব্যাতোন দিবার হবে?

রাম। আজ্ঞে—বাবুজি! ওকে বেতন দিলে রাখতে পার্ব্বেন না! টাকাটী হাতে পাবে—আর সব কাজকর্ম্ম ফেলে—আপনার বাড়ী থেকে পালাবে।

যো। চোর ছ্যাচর নাকি?

রাম। নাঃ—তা নয়। পরের এক পয়সা নেবেনা, বরং নিজের গাঁটের পয়সা থেকে আপনাকে জিনিসপত্তর এনে দেবে! গুণ অনেক। একা পঞ্চাশ জনের রকমারি রান্না রাঁধবে,—কাঠ কাট্‌বে—জল তুল্‌বে—তামাক সাজ্‌বে—ঘরঝাঁট দেবে,—দশবার বিশবার বাজার আনাগোনা ক'র্ব্বে—বিছানা পাতবে—গা হাত পা টিপে দেবে—

যো। বটে—বটে! আমি এই প্রকারই চাই। ব্যাতোন কিছুই লবে না?

রাম। বেতন নেবেনা। ওটী গরীবের সন্তান—অর্থাভাবে ওর বাপ-মা আমাকে ছেলেবেলায় বিক্রী ক'রেছিল। আমি ওকে দু'শো টাকা দিয়ে কিনে আজ বিশ বৎসর যাবৎ বাড়ীতে খাইয়ে দাইয়ে মানুষ ক'র্‌ছি। আমাকে পুষিয়ে দিলেই—আমি আপনাকে বিক্রী ক'রে যাই।

যো। বেশ কইছ—ঠিক সলা কইছ। কও ঠাউর—তোমারে কত টাহা দিমু—কও—

রাম। আমাকে তিনশো খানি টাকা দিলেই ওকে ছেড়ে দিয়ে চ'লে যাই। ব্রাহ্মণপণ্ডিত মানুষ,—বেশী অর্থলোভ রাখিনা মশাই!

যো। তিনশত টা—হা! বরই বেশী হইছে—

রাম। ওর একটী আধ্‌লা কম নয়। ইচ্ছে হয় রাখুন,—না ইচ্ছে হয়—আমি অন্যত্র বেচিগে—

যো। আচ্ছা—তাই দিমু। তিনশত টাহাই দিমু—

রাম। মোদ্দাৎ ওকে কিছু এখন ব'ল্‌বেন না! ও যদি শোনে যে আমি এত কম টাকায় ওকে বেচ্‌ছি—ও কিছুতেই থাক্‌বে না। ও ব'ল্‌বে—দু'হাজার পাঁচহাজার দাও—

যো। হঃ—ঝারু দিমু! আমি বঙ্গজ,—টাহা খুবই বুঝি! ওয়ার সাথে আমার টাহার কথায় আবশ্যক কি?

রাম। চলুন—আপনার বাড়ীতে ব'সে লেখাপড়া ক'রে দিইগে! ঐ আস্‌ছে—

(পদ্মলাল ও জীবনধনের পুনঃ প্রবেশ)

যো। আরে জীবন—কি খাইছ?

জী। গুজা খাইছি! বামুন গুজা কিনে দিছে—

যো। আরে বর্ব্বর! কর্জ্জ করি গুজা খাইছ? কাগের বিষ্ঠা খাইছ?

জী। এই বামুনডা পয়সা দিছে—

প। থাক্—থাক্—বাবুজি! মনিবের ছেলেকে দু'পয়সা খাবার কিনে দিইছি—আমার ছাপান্ন পুরুষ স্বর্গে গেছে!

রাম। কি বাবুমশাই—কেমন চাকর?

যো। আইস—আইস—বাসায় আইস—

প। (জনান্তিকে রামকমলকে) মামা! আজকের খ্যাট্‌টা বাগিয়েছ তো? বেশ বাবা—বেশ!

রাম। তোর কেমন চাকুরি ক'রে দিইছি—দেখ্‌বি এখন রে বেটা! তুই যেমন চিরদিন আমার পেছনে লাগিস্—আমি তো আর তা পার্ব্বনা!

প। কেন মামা—আমি কি ফিঙ্গে?

জী। বাওয়া—ঘরে যাইমু! হুঁ-উঁ-উঁ-উঁ—

যো। চ—চ—আর বায়না ধরিস্ না— (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় রঙ্গ

বড়বাজার

(তাঁতিনীগণের প্রবেশ)

গীত

এ'নয়—এক টাকায় চারখানা।
সস্তাদরে কস্তাপেড়ে চাইলে তো পাবে না ॥
আচ্ছা রকম স'াচ্চা জরির কাজ করা পাড়ে,
আঁচল দেখে—পাগল পতি পড়বে আছাড়ে;
(পায়ে) ধ'রবে তেড়ে, ছেড়ে যেতে—কিছুতে তো চাইবে না
রঙ্গভরা সে অনঙ্গ,
মলয়-পবন নিয়ে সঙ্গ,
হাওয়ার বসন-ঢাকা অঙ্গ, দেখে মানা মান্‌বে না
লাজভঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে ক'রবে কত কারখানা ॥

(গীতান্তে প্রস্থান)

(রামকমলের প্রবেশ)

রাম। বরাৎটা ঝাঁ ক'রে ফিরিয়ে নিইছি বাবা! ব্যাটা পদ্মাকে আচ্ছা জব্দে ফেলেছি কিন্তু! এইবার বাছাধন মজাটী টের পাবেন। মামাকে ফাঁকি দেওয়া—মামার সন্দেশের হাঁড়ী ওজোড় করা—মামার আধুলি বাজেয়াপ্ত করার যে কি ফল—এইবার যাদুমণি হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌তে পার্ব্বেন! ও এমন বাঙাল নয় বাবা! কর্‌করে তিন—তিনশো টাকা গুণে দিয়েছে,—ধানে চালে খাওয়াবে! যাক্‌—এইবার ঘর-শত্রুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে—দেশে গিয়ে গ্যাঁট হ'য়ে বসিগে। গায়ের কাপড়, জামা, জুতো, ধুতি—এ সবেতে মোট ৩১৸৶১৫ খরচ হ'য়েছে।

আর বাজে খরচ কচ্ছিনা। এইবারে টাকাগুলো কোসে পোঁট্‌লা বেঁধে নিই। তারপর দেশে গিয়ে বলিগে—পদ্মা গঙ্গায় ডুবে মরেছে। ব্যাটার কাঁদ্‌বার ভেতোর তো তিন কুলে এক আমি!

(জনৈক জুয়াচোরের প্রবেশ)

জুয়া। মশাই! খুব সাবধান—বুয়েছেন?

রাম। এঁ্যা—এঁ্যা—কে—কে—কেন বাবা?

জুয়া। ঐ যে বল্লুম—খুব সাবধান! বুযেছেন?

রাম। এঁ্যা—তা—তা—তা—কি—কি—কি করিছি—

জুয়া। সেকি আর বুঝতে পাচ্ছেন না? কি ক'রেছেন—তা কি আর মনে মনে জান্‌তে পাচ্ছেন না?

রাম। এঁ্যা—কি—কি—কি জান্‌ব? আমি গরীব ব্রাহ্মণ—উঁহুঁ—ভদ্রলোক—সহরে এইছি—

জুয়া। সহরে এসেছেন—তা তো দেখিছি' বড়বাজারটা ঘুরে তোড়া তোড়া নোট বের ক'রে জামা কাপড় জুতো কিন্‌লেন—তাও দেখিছি! (চুপি চুপি) বলি—টাকাটা কার—সেটা মনে আছে?

রাম। কা—কা—কার আবার? আমায তো দিয়েছে!

জুয়া। হাঁ্যা—দিয়েছে বই কি। আমায লুকোলে হবে কি? চতুর্দ্দিকে যে ঢাক বেজে গেছে! পুলিসে যে জানাজানি হ'যে গেছে—গোয়েন্দা যে ছুটোছুটি ক'চ্ছে--

রাম। ওরে বাবা—ওরে বাবা! এঁ্যা—সেকি রে? না—না—আমি নয়—আমি কিছু জানিনা—

জুয়া। বলি—কত টাকা নিয়েছ?

রাম। এঁ্যা—দোহাই বাবা—দোহাই বাবা—

জুয়া। বলি—বুযেছ—যদি বাঁচ্‌তে চাও—আমার সঙ্গে চুপি চুপি

চলে এস। আমার কাছে কোনও ভয় নেই! নইলে ব্রাহ্মণ মান্‌বে না—একেবারে পাঁচ বছর ঠেলে দেবে—

রাম। ওরে বাবারে—কোথা যাবরে—

জুয়া। দেখ—চেঁচামেচি কর তো—আমিই ধরিয়ে দোবো! চুপি চুপি আমার সঙ্গে চল—কোনও ভয় নেই! আমি তোমাকে ডানা ঢাকা দিয়ে রেখে দোবো।

রাম। বাবা—রক্ষা কর বাবা—আমার যথাসর্ব্বস্ব নাও বাবা—আমাকে পুলিসে দিওনা বাবা—

জুয়া। আচ্ছা—চুপ্ ক'রে আমার সঙ্গে চ'লে এস—

রাম। হায়রে কপাল—

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ রঙ্গ

ষোড়শীকান্তের বাটীর রন্ধনশালা

(ষোড়শীকান্তের প্রবেশ)

ষো। আরে হু হু কইর‍্যা চুলা জল্‌ছে! এ পোদ্দো ছুরাডা গেল কোয়ানে? ওরে জি—ওরে জি—ওরে পোদ্দো! আরে—সব মরছে! অ মাতুদন! অ কর্ত্রী—

(মাতঙ্গিনীর প্রবেশ)

মাত। আরে কও কর্ত্তা—এত ডাক পারাপারি করছ ক্যান্? হুলার মত চিচাচ্ছ কিসের লেগে—কওতো?

বো। আরে কর্ত্রী—ত্যাহ আইসে! চুল্লা জ্বল্তি লেগেছে—সে হ্যালার পুত হালা বামুন চ্যাংরাডা গেল কোয়ানে?

মাত। তোমার চুল্লা জ্বাল্তি গেছে—পোড়ারমুখ! আমি তারে মাথার ফিতা কিন্তি পাঠাইছি,—চান্ কইরে চুল বাদ্তে পারছিনা,—আর তুমি হনুমান মুখ খিচাইচ?

বো। হঃ—তুমি পাঠাইছ? তাই কও! আমার গাট্ হইছে কর্ত্রী! দন্ আমার! গোসা কইরোনা! তোমার কামের লেগে—চুল্লা তো দূরের কথা—আমার সর্ব্ব আরৎ দনদৌলৎ জ্বইলে যাক্—তাও মানিনা! তুমি আমার সর্ব্বস্বদন,—তুমি আমার দেবদেবী—দুর্গাকালী—জোগদ্ধাত্রী—কাত্তিক গণেশ—লক্ষ্মী সরস্বতী—

মাত। কোর্ত্তা! আজ আমারে গোরের মাটে বাস্কুপ দেহাবে চল!

বো। দেহাব অ্যানে মাণিক! তোমারে কি না দেখাইছি মাতুরাণী? বাস্কুপ—খুটীকুপ—দরীকুপ—ঘোরদৌর—সারকস্—থাটার—এই শীতে সব দেখাইমু কও—

মাত। (শিশুর ন্যায় ক্রন্দন-সুরে) হুঁ—উঁ—কোর্ত্তা! আমি একদিন চিরিয়াখানা দেখ্তে যামু—

বো। সেতো ঘরে বইস্যা দেহাতে পারি মাতুদন! আমি বাদর নাচ নাচ্তি পারি—গাদার ডাক ডাক্তি পারি—উল্লুক সাজে উকু উকু কর্ত্তি পারি—

মাত। কোর্ত্তা! আমারে এক কৌটা হুটেলের বিস্কাট্ আনায়ে দাও—আমি আর আমার জীবনদন কুম্ কুম্ কইরে তোমার কাছে বইস্যা বইস্যা খাইমু।

বো। আরে—তার জন্ত চিন্তা কি মাতুদন? আমি তোমারে

আংরেজের হুটেল শুদ্ধ খাওযাইযে দিমু! মাতু—রাণী! পরাণ আমার! সেই গীতটা একবার শুনাযে দ্যাও মাণিক!

মাত। না—হুঁ—উঁ—উঁ—আমার লাজ লাগে—

ঘো। আমাব মাথার কিরা—গাও—দন—যাদু আমাব—

মাত। গীত

আর লো কুলে রবনা লো সই।

আমি, মজেছি কালারি প্রেমে, তোরে চুপু চুপু কই॥

কাজ কিরে এ ছার পতি

পাইয়েছি সেই বিশ্বপতি,

আমার, সেই চরণে মতিগতি,—

জানিনা সে রূপ বই,

সে, বাজায়ে বাঁশী, ক'রেনে দাসী.

আর ত' আমি কারও নই॥

(জীবনধনেব প্রবেশ)

জী। মা—খিদা পাইছে—হুঁ-উঁ-উঁ—

মাত। আবে চুপ দে। এই খাবার দিছি—আবাব খিদা পাইছে?

ঘো। আরে এ বিটা পোদ্দো কত দেরী না কর্‌ছে? দু'গজ ফিতা আন্‌তে এতডা বেলা হবে ক্যান্?

মাত। ফিতা আনবে, পাউডব আন্‌বে,—স্নাবগুর আন্‌বে—তোরল আল্‌তা আন্‌বে.—আমার ছয় আনাব জলখাবার আন্‌বে—তবে তো আস্‌বে কোর্ত্তা!

জী। হুই পোদ্দো আস্‌ছে—আমি ঠাঙ্গার খাবার পাইমু—হুঁ-উঁ-উঁ।

(দ্রব্যাদি লইয়া পদ্মলালের প্রবেশ)

ঘো। আরে কত বেলা কর্‌ছিস্? রান্না কর্ত্তি হবেনা?

প। তা বইকি! বড় অপরাধ আমার! পঞ্চাশ দোকান ঘুরে

ঘুরে জিনিস কিন্‌ব—বোয়ে নিয়ে আস্‌ব—আর অম্‌নি এক নিশ্বেসে বাড়ী পৌঁছে যাব ? তা নইলে আর সুখ হবে কেন ?

যো। (ধমক দিয়া) আবে চুপ্ থাক। জবাব করিস্ না। সব কাম্ ঝট্ কর্ত্তি হবেনা ? মাগ্‌না তোরে কিন্‌ছি বটে ? তিনশত টাহা তোর মহাজনেরে গণে দিছি—জানিস্ ব্যাকুব ?

প। তা যখন দিয়েছেন—তখন তো আর আমি কোনো কাজে আপত্তি কর্‌ছিনা। গাধার মতন নাকে দড়ী দিয়ে তা' খাটিয়ে নিচ্ছেন—

মাত। কোর্ত্তা। ছোবাডা বড কাজের লায়েক। উযারে কিছু কোয়োনা। ঠাউর। আজ হিলসে মাছের কাচা মাথা ভাল কইব্যা ঝল্‌সায়ে লবণ তৈল মাখায়ে—আমারে খুব বেশা কইব্যা দিবে।

যো। আমারে লোণা হিলসার টব পাত্র ভইর‍্যে দিবে—

জী। আমারে গুগ্‌লির ঝোল এক ঘটী দিবে—হুঁ উ উঁ—মা। খাবার—ওঁ উঁ উঁ—

(পদ্মলাল ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

প। মামা ব্যাটা খুব এক চাল চেলে গেছে। আশ্চর্য্য ব্যাটার কাণ্ড। আমি এমন জাঁহাবাজ—ব্যাটা আমাকে কিনা এক লহমায় জানোয়ার বানিয়ে—গলায় শেকল দিয়ে সবে পোড়লো ? আচ্ছা,—দেখা যাক্। একটা ফিকির ভেবে খাটিয়েছি। বাপ ! এ শালা বাঙালের বাড়ীতে খেটে খেটে পাঁচ সাত দিনে চেহারা হ'য়েছে দেখনা। সকাল ছ'টা থেকে বেলা দু'টো অবধি হাঁড়ি ঠেলছি—আবার সন্ধ্যে থেকে রাত্তির এগারটা পর্য্যন্ত এই রান্নাঘরে। তার ভেতোর বাজার যাওয়া আছে—ঘরঝাঁট দেওয়া আছে—তামাক সাজা আছে! বামুন ব'লে তো ব্যাটারা মানেই না। সব পারি বাবা—এরকম বেযাড়া রান্না রেঁধে তো আর প্রাণ বাঁচেনা। ইলিস মাছ পোড়া,—নোণা ইলিস

ভাতে—গুগ্‌লির ঝোল—শোল মাছ ঝল্‌সানো! বলিহারি রুচিকে! রান্নাগুলো যা বাকি আছে চাপিয়ে দিইগে— (তথাকরণ)

এইবার আমি এক চাল চালি—

(মুসলমান-সজ্জায় নেমাজ পাঠকরণ ও মাঝে মাঝে 'আল্লা' বলিয়া চীৎকার)

(ঝির প্রবেশ)

ঝি। কোথাগো বামুন ঠাকুর? রান্নাবান্না হ'ল? বেলা যে ঢের হ'য়েছে! ছেলেপুলে কর্ত্তাগিন্নী—ওমা! এ আবার কি ঢং? ছোঁড়া 'আচ্ছা নকুলে তো দেখ্‌ছি'! ও বামুন-ঠাকুর! আরে কথা কওনা যে? ওমা—কাছা খুলে ওঠ্‌বোস্‌ কর্ত্তে লাগ্‌লো যে গো? এঁ্যা—একি নেমাজ পোড়্‌ছে নাকি? ওমা—বামুনের ছেলে নেমাজ করে কি গো? ও বামুন ঠাকুর! আরে রঙ্গ রাখ—বেলা হ'ল—সবার ভাত বাড়ো! ওমা! এযে ঠিক মোছলমানের মতন নেমাজ করে গো! এঁ্যা—একি সত্যি মোছলমান নাকি? হুঁ—তাই হবে। নইলে একমনে উঠ্‌ছে, ব'স্‌ছে, হেঁট হ'চ্ছে, আকাশ পানে চাইছে? ওমা—কি সর্ব্বনাশ! বাঙাল শেষে একটা মোছলমানকে বামুন ব'লে রাখ্‌লে? ওমা—কি হবে গো! ওগো—আজ ক'দিন যে ওর রান্না—বড় বড় গরাস্‌ ক'রে খেয়েছি! ওগো—কি হ'ল গো! পোড়াকপালি কাতি আমাকে কা'র ঘরে চাক্‌রি ক'রে দিলে গো! আজ বাঙালের মুখে আমি নুড়ো জাল্‌ব তবে ছাড়ব—

(ষোড়শীকান্ত ও মাতঙ্গিনীর প্রবেশ)

ষো। কি র্যা মাগী—কি হইছে!

মা। কি হইছে জি?

ঝি। আমার গুষ্টির মাথা হইছে! বলি—কি সর্ব্বনাশ ক'রেছ? কাকে ভাত রাঁধতে এনেছ?

ঘো। আরে—হুস্—হুস্—ও ছোরা! ও হারহাবাতে! চালাক্ কচ্ছ? সং দিছ? রং দেখাইছ? আরে হুস্—স্যা—হুস্—

(ধাক্কা দেওন)

প। কি করেন কর্ত্তা? আল্লার নাম নিচ্ছি, ভগবানকে ডাকৃছি—দুপুরে নেমাজ পড়্ছি—তাতে তোমার ক্ষতি কি হ'ল?

ঘো। নেমাজ প'র্‌বি কিস্যা বিটা?

প। তোমার হিঁদু জাতে আহ্নিক-পূজো করেনা?

ঝি। ঐ শোনো গো—শোনো! হায় হায়—আমি তখনি বুঝিছিলুম যে মোছলমান না হ'লে অত কর্ম্ম কি মানুষে পারে গা?

ঘো। আরে কি কইস্ পাষণ্ড? তুই কি মুসলমান নাহি?

প। তা কি কর্ব্ব? আল্লা যাকে যা করেছেন!

মা। আরে থু—থু—থু—ওয়াক্—কি অইল রে—

ঘো। আরে চুপ্ চুপ্ কর্ত্রী—

ঝি। ওমা—চুপ্ কি গো? জাত গেল—ধর্ম্ম গেল—আবার চুপ্? মর্ মিন্সে বাঙ্গাল—

ঘো। আরে চুপ্—চুপ্—জি! তোর পায়ে ধর্‌চি! চুপ্ কর্—হাল্‌ডা মালুম কর্ত্তি দে! আরে অ—ছোরা! শোন্ দিহি—তোর বারী কুথা?

প। বাড়ী আমার চাটগাঁ। আমার বাপ মা নাম রেখেছিল—পদ্মআলি রোস্তমখাঁ! বামুনের কাছে চাকরি কর্ত্তুম—তার জমিতে নাঙল দিতুম—আর মাঠে ঘর বেঁধে পোড়ে থাক্‌তুম। বামুন আমাকে বড় ভালবাস্‌তো গো! আমিও 'মামু—মামু' ব'ল্‌তে অজ্ঞান হতুম!

আহা—কি কর্ব্বে বল! ভালমানুষের ছেলের টাকার দরকার হ'ল—আমাকে তাই বেচে গেল—

যো। তুই বিটা আমারে এ কথা কইস্ নাই ক্যান্?

প। আমি কি কইব? তুমি মাল খরিদ ক'রেছ—যাচাই ক'রে না'ওনি কেন? সেটা বুঝি আমার দোষ? তুমি কি আমায় তখন কোনো কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছিলে? তুমিও কিছু জিজ্ঞাসা করনি—আমিও কিছু তোমাকে বলিনি! বলি, হিঁদুর বাড়ী না হয় চাকরিই ক'চ্ছি—তা ব'লে তো আর ধর্ম্মকর্ম্ম ছাড়তে পারিনা। যেখানেই থাকি না কেন,—দিনে তিনবার আমাদের আল্লানাম নিতেই হবে।

ঝি। অরে অ মুখপোড়া মোছলমান! আমাদের এমন সর্ব্বনাশ কল্লি কেন? তোর হাতের ভাত খাইয়ে ইহকাল পরকাল সব খেলি রে সর্ব্বনেশে?

প। আরে চুপ্ কর্ মাগী! আজ কাল আবার হিঁদুদের জাত-ধর্ম্মের বিচার আছে? কত বড় বড় বাবুভায়াদের মুসলমানের রান্না না হ'লে মুখে কিছুই রোচেনা। বাড়ীতে বাড়ীতে সব মাইনে করা বাবুর্চ্চি রেখেছে—তা জানিস্ মাগী?

ঝি। আমি এখুনি থানায় চল্লুম—এই বাঙালের নামে নালিশ কর্ব্ব—

মা। অ ঝি—আরে র-র-র! একটু চুপ্ চুপ্ কথা ক'। এখনি যদি পল্লীর লোকজন শুনে তো আমাগোর জাতি যাইবে—

যো। তোর পায়ে দরি—ঝি মা—রইক্ষা কর্—আমি যত টাহা লাগে দিমু—তোরে প্রাচিত্তির করামু—তোরে রাজরাণী কইর্‍্যা থাশে পাঠায়ে দিমু—তোরে কাশী গয়া শ্রীক্ষ্যাত্তর যা'বার খরচা দিমু!

প। কর্ত্তা! আর গোলমালে কাজ কি? আজকে যখন রান্না

রান্না হ'য়েছে—তখন এ বেলা চোককান বুঁজে ভাতগুলু খেয়ে ফেলুন—

ঝি। ঝ্যাঁটা মার—ব্যাটা পাতি কম্‌নেকার! আবার কর্ত্তার সুসার কর্ত্তে এল! তুই আপনিই সব গেল্—রাক্কোস্! ও গো-রক্ত—কেউ ছোঁবে না—

ঘো। অ—জি—আরে—আর কেজিয়ে করিস্ ক্যান্? আরে পোদ্দো—বাবা—চল্ তোরে আমি হাজার টাহা দিচ্ছি,—তুই এখনই কলকাত্তা ছাইর‍্যা হ্যাশে যা বাপ্—আর এক দণ্ড এহানে থাহিস্ না—

প। আজ্ঞে—সেকি? আমি আপনার কেনা গোলাম—

ঘো। আরে বাবা—তোর প্যাগম্বরের দুহাই—তুই আপন হ্যাশে যা! আয় আমার সাথে—আমি এহনই টাহা দিমু—

মা। ছি—ছি—ছি—এত সাধের জাত—শ্যাষ্ মুসলমানে মা'র্‌লে? কোয়ানে যামু—কোয়ানে যামু গো—

ঝি। চুলোয় যামু—আর কোয়ানে যামু—ওগো—কি পাপ করি-ছিলুম গো! ওগো—গতর খাটাতে এসে জাত গেল গো! আঃ তোর বাঙালের মাথায় মারি খ্যাংরা—

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম রঙ্গ

বৈদ্যপুর— রামকমলের বাটীর সম্মুখ

বিরহিণী—গ্রাম্যনারীগণ

গীত

আমাদের ভা[illegible] ঘোচেনা মুখে।
আমরা জ্যান্তে মরে প্রাণটী ধরে আছি সদাই দুখে ॥
রোজগার আশে, পরবাসে, কাঁদিয়ে গেছে সে
বিনা পতি, হায় যুবতী, বাঁচে গো কিসে
আমরা মরি হুতাশে
দিন গণ্‌ছি যে বসে',—
কবে ছুটী পেয়ে আসবে ধেয়ে, জুড়াব চাঁদমুখ দেখে ॥
যদি থাকে ভালে টাকা গেলে, হবে গো দেদার,
কিন্তু গেলে এমন, সুখের যৌবন, আস্‌বে কি আবার ?
জ্বালা সয়না জো যে আর,
পেলে ছাড়ব না এবার,—
ঝকমারি এ পোড়া চাকরি,—
সেই বা আছে কি সুখে ?

(গীতান্তে প্রস্থান)

(বিমলা ও ক্ষেন্তপিসীর প্রবেশ)

বি। সত্যি বল্‌ছি ক্ষ্যান্ত পিসি! আমার বড় ভয় হ'য়েছে! এরা মামা ভাগ্‌নে দু'জনে গোবাণের চান্ কত্তে গেল,— প্রায় আট ন' দিন হ'ল—আজও দেখা নেই ?

ক্ষে। তা তো বুঝ্‌ছি মা! কি কর্ব্ব বল! কোথায় গিয়ে আছে তা জান্‌লেও বা চিটী লিখে—না হয়—লোক পাঠিয়ে খবর নিতুম।

বি। কি করি বল দিকি পিসিমা? ভাবনায় আমার রেতে ঘুম নেই—দিনে সোয়াস্তি নেই। ভাতে হাতে করি মাত্র—

ক্ষে। আহা—তা তো বটেই মা। কথায় বলে—"ভাতার পুত।" তার বাড়া আর কি কিছু আছে গা?

বি। তবু যাহোক্ তুমি রাত্রিদিন এসে আগ্‌লে থাক—তাইতে এক রকম আছি। নইলে, মহাবিপদে প'ড়্‌তুম আর কি। হ্যাঁ ক্ষ্যান্তপিসি। ক'লকাতায় কি কেউ যাবেনা গা? তা'কে দিয়ে একবার খবরটা না হয় নাওনা।

ক্ষে। তা' কি আর না নিচ্ছি মা? তুমি এত ক'রে খেতে দিচ্ছ—যত্ন ক'চ্ছ—আযিত্তি ক'চ্ছ,—আর এ উপকারটা কি না কচ্ছি মা? তলে তলে সন্ধান নিচ্ছি—কে এল—কে গেল—কে আস্‌ছে—কে যাচ্ছে। তুমি নিশ্চিন্তি হ'য়ে থাও—দাও—বোসো—ঘুমোও—দাঁড়াও—বেড়াও—গপ্প কর—সপ্প কর —

বি। পিসি! তুমি বড় বাজে ব'কৃছ বাছা—

ক্ষে। হ্যাঁ মা—তা ব'কৃছি বৈকি মা। ঐ তো আমার রোগ! এই জন্যে যে তোমার পিস্‌শ্বশুর কত খরচ ক'রেছিল,—কত পূজো—কত হত্যো দিয়েছিল—তা আর বল্‌বার কথা নয়।

বি। কি বল বাপু—আমার ভাল লাগেনা! কথা শুন্‌লে গা জ্বলে' যায়।

ক্ষে। তা জ্বল্‌বে বৈকি মা। তোমার তো শুধু গা জ্বলে—আমি কথায় চুলো পর্য্যন্ত জ্বালিয়ে দিইছি!

বি। কলকাতায় গেল! গাড়ী ঘোড়া চারিধারে,—গোরার দল

ঘুচ্ছে ফিচ্ছে,—বদ্‌মায়েস গুণ্ডো অলিতে গলিতে,—নষ্ট-দুষ্ট মাগীরা পথে পথে,—কি যে হ'ল—

ক্ষে। যা হবার ঠিক তাই হ'য়েছে—তার জন্তে আর ভাবনা কি বৌমা ? ওমা। ঐযে পদ্মা আসছে না ?

বি। এঁ্যা—এঁ্যা—তাইত ! ওমা—ওকি গো !

(পদ্মলালের কাছা গলায দিযা প্রবেশ)

প। (চীৎকার পূর্ব্বক) ওগো মামীগো—

বি। ওরে—পদ্মারে—কিরে—

ক্ষে। ওগো বাবাগো—কি হ'ল গো—

প। ওগো মামীগো—মামাকে—ওহো—হো—

বি। ওরে বাবারে কি সর্ব্বনাশ হ'লরে—

প। ওগো—মামাকে কুমীরে নিয়ে—ওরে বাবারে—

বি। ওগো মাগো—আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল গো—

(প্রতিবাসী স্ত্রী-পুরুষগণের প্রবেশ)

১ পু। কিরে পদ্মা—ব্যাপার কি ?

প। আর ব্যাপার। ওগো—চাঁদে গেরোণ লাগেনি গো। আমার মামা-চাঁদে কুমীর-রাহু গিলেছে গো ! হায—হায—হায—

বি। ওগো—আমায ফেলে কোথা গেলে গো—

প। আর কোথায গো। একেবারে শালা কুমীরের পেটে গো ! আহা-হা—মামা আমার কিছু জান্‌তো না গো—

স্ত্রীগণ। আহা-হা—এমন সর্ব্বনাশও হয গা ?

১ম পু। ওগো ক্ষ্যান্ত পিসি—বৌঠাকৃরুণকে ধ'রে বাড়ীর ভেতর নিয়ে যাও ! যাও সব—তোমরাও যাও—

স্ত্রীগণ। আহা—চল দিদি—বাড়ীর ভেতর চল—

ক্ষে। আহা—এই যে এতক্ষণ কত গল্প হ'চ্ছিল গো—আর হুড়ুৎ ক'রে অম্নি মড়াকান্না উঠ্‌লো গো—

বি। ওরে পদ্দারে—তোর মামাকে কোথায় রেখে এলি রে! ওরে—তুই আমাকে এই সর্ব্বনেশে খবর দিতে ফিরে এলিরে পদা—

প। মামীগো—আমি কি ফিরে আস্‌তুম গো? কুমীর শালা মামাকে নিয়েই সরে' গেল গো—শালা আমার দিকে ফিরেও চাইলে না—আমাকে নিলেও না! আমি না এলে কে তোমায় খবর দেবে গো মামী?

১ম স্ত্রী। ওরে পদা—চুপ্ কর্—চুপ্ কর্—

প। ওগো রাঙ্গা দিদি গো—আমি যে চুপ কর্ত্তে পার্চ্ছিনা গো! ওগো—মামা যে আমায় বড় ভালবাস্‌তো গো—আমাকে একদণ্ড ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌তো না গো—আমাকে মুখের খাবার খাওয়াতো গো!

বি। ওগো—আমায় কার কাছে রেখে গেলে গো! ওগো বাবাগো—আমার কি হ'ল গো!

প। তা ভেবোনা গো মামী—আমি তোমার খাবার পর্ব্বার কষ্ট রাখ্‌বো না গো! দশমী দ্বাদশীতে থালা থালা জলখাবার দোবো গো—কিছু ভেবোনা গো—

ক্ষে। আহা মা! তোমার ত সুখের বিধবা হওয়া—

সকলে। চল—চল—বাড়ীর ভিতর চল—

বি। ওগো—কেন ম'র্ত্তে তোমায় ছেড়ে দিয়েছিলুম গো?

(স্ত্রীগণ, ক্ষেন্তপিসি ও বিমলার বাটীর অভ্যন্তরে গমন)

১ম পু। তাইত বাবা পদ্মলাল! মামাটী তোমার অপঘাতে কুমীরের পেটে গেল!

প। নিতাইদাদা! মামা একরকম সুখেই গেছেন। রোগের

যাতনা ভোগ ক'র্ত্তে হ'লনা—কা'কেও ভোগালেনা—পয়সা খরচ—মায় সৎকারের কড়ি অবধি লাগ্‌ল না,—মহাপুণ্য ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে—পুষ্পক রথে চ'ড়ে চতুর্ভুজ হ'য়ে এতক্ষণে গোলোকে পৌছে তামাক টামাক খাচ্ছেন। আহা—এমন পুণ্যবান আর দু'টী ছিলনা!

২য় পু। তাতো বটেই বাবা! তা যাহোক্—তেরাত্রে শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে! তিলকাঞ্চন ক'রে দ্বাদশটী ব্রাহ্মণসজ্জনকে তো চিঁড়ে দই ফলার করান' চাই—

প। মামার পুণ্যে কিছুরি অভাব হবেনা দাদা! আমি গ্রামশুদ্ধ লোকজনকে খাওয়াব—তোমরা বৃষোৎসর্গের ব্যবস্থা ক'রে দাও—শ্রাদ্ধ কালই ক'রে ফেলি—

১ম পু। বাঃ—পদ্মলাল খুব তোয়ের ছেলে—খুব বুকের পাটা ব'ল্‌তে হবে—

প। আর দাদা—যেমন মামা—তেমনি ভাগ্নে! ওর আর কথা কি? (সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ রঙ্গ

পল্লীগ্রামস্থ পথ

কৃষকপত্নীগণ

গীত

আয়, খাইয়ে আসি মিন্সেরে মাঠে।
ও সে, ভোর না হ'তে, বলদ সাথে,
ক্ষ্যাতে এসেছে ছুটে॥
বসিয়ে তারে বট্-গাছের ছায়ায়,
এই আঁচল দিয়ে, মুখ মুছিয়ে,
ক'র্ব্ব খুসী তায়;
মেখে, ডালে ভাতে, পুরবে ব্যাতে—
তার, ধরবে যত সেই পেটে॥
সে, আড় হ'য়ে সেই নরম ভুঁয়ে,
খেযে খানিক প'ড়বে শুয়ে
দু'টো, ঘরের কথা নোবো কয়ে,
হাত বুলিয়ে গায়ে পায়ে;
মেরে, তামুকে দম্—হয়ে গরম,
সে, কাজে লাগ্‌বে ফের উঠে॥

(গীতান্তে প্রস্থান)

(কোঁচার খুঁট গায়ে রামকমলের প্রবেশ)

রাম। ব্যস্ বাবা—প্যাজও হ'ল—আষ্টে-পৃষ্ঠে পয়জারও প'ড়্লো! এইবার একবস্ত্রে ঘরের ছেলে নাচ্‌তে নাচ্‌তে ঘরে ফিরি আর কি!

তস্করের ধন বাটপাড়েরই অধিকার—এ আর নতুন কথা কি বল? ষাঁড়বেচা কড়ি—এক বেলাও কাছে রইল না! দিব্যি ওয়ারেসান্ জুটে— কাণ্‌টা ম'লে—দু'টা রদ্দা দিয়ে—দিগম্বর ক'রে—যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে —সিধে পথ দেখিয়ে দিলে। ওগ্‌রাতেও পাল্লুম না—ফোগ্‌রাতেও পাল্লুম না। উঃ—তিন-তিন-শো টাকা! বাপ্‌! এক নিঃশেষে খোয়ালুম! ভাগ্নেটারও পরকাল খেলুম—নিজেও কিছু ক'রে উঠ্‌তে পাল্লুম না! আবার আর এক ভয়! সে ব্যাটা মহা ত্যাঁদোড় ছেলে! সে কি আর বাঙাল বেটার কাছে পায়ে বেড়ীবাঁধা পোড়ে থাক্‌বে? একদিন এ কথা প্রকাশ হবেই। আজ না হোক্—দু'দিন বাদে। চুলোয় যাক্— যা অদৃষ্টে আছে হবে—এখন তো বাড়ী ফেরা যাক্। (প্রস্থান)

সপ্তম রঙ্গ

রামকমলের অন্দরবাটী

শ্রাদ্ধের উপকরণ প্রস্তুত

ভট্টাচার্য্য, পদ্মলাল, ক্ষেন্তপিসী, প্রতিবাসিগণ ইত্যাদি

ভট্টা। বেসো—বোসো ঠাকুরুণ—বেলায়াং প্রহরেকং প্রায়ং আগতং—এই সময়ং শ্রাদ্ধং উপযুক্তং! উপবিশ্য উপবিশ্য—মা কুরু ধনজন যৌবন গর্ব্বং! বিলম্ব ক'ল্লে—ধন জন যৌবন সব গর্ভস্রাবে যাবে!

প। বোসো—বোসো—মামী—আর মিছে বেলা ক'রনা—

নি। বাবা পদ্মরে—আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে, থান কাপড় প'রে হাতের নোয়া খুলে—তাঁর পিণ্ডি আমায় দিতে হবে! ওগো—কোথায়—(ক্রন্দন)

ভট্টা। আবার ক্রন্দনং কথং? স্বামী বিগতা হ'লে অর্থাভাবেই স্ত্রী ঝর্‌ঝর্‌ রোদনং কুর্য্যাৎ! পদ্মলালস্য ভাগ্নেকস্য কৃপায়াং যখন বিস্তরং নগদ টাকাং হস্তে প্রাপ্তবন্তী,—যখন অন্নচিন্তাং চমৎকারাং নাস্তিং—তখন একটা স্বামী কি বলং—অমন দ্বাদশ স্বামীনং মৃতে দুঃখং নাস্তি!

প। তা বই কি! দুঃখ ক'চ্ছ কেন মামী? মামার পুণ্যে যখন তোমার খাবার পর্বার আর ভাবনা রইলনা—তখন কেবল মাছের জন্যে আর অতটা শোক করা কেন?

১ম স্ত্রী। আহা—পদ্মলাল বেঁচে থাক্! তোমার যেমন পেটের ছেলে নেই—তেম্‌নি এক ভাগ্নেতেই সাতবেটার কাজ ক'চ্ছে! তোমার ভাব্‌না কি মা?

১ম পুরুষ। আরে—পয়সা থাক্‌লেও এমন ঘটা ক'রে শ্রাদ্ধ আজ কালের বাজারে পেটের ছেলেতেও করেনা !

বি। ওগো—সে যে আমায় বড় ভালবাসতো গো—

ক্ষে। তা আর কি হবে মা ! কাছে থাক্‌লেই শ্যাল্‌টা কুকুরটাকে অবধি ভালবাসতে হয়—আবার চোখের আড়াল হ'লে—তখন কে বা কা'র মা—সকলকেই ভুলতে হয় !

ভট্টা। স্থিরং ভবং ! উপবিশ্য উপবিশ্য—ভো ভো পদ্মলালশ্য মামেঃ ! নাও, মন্ত্রোচ্চারণং কুরু ! বল—"অগ্নিং দগ্ধাশ্চ যে জিহ্বা যত্র দুগ্ধং কুলে মমং—অদ্য পৌষ মাসে—কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়াং তিথৌ' কিং গোত্রং ? কিং গোত্রং ?

(রামকমলের প্রবেশ)

রা। কই রে—ও গিন্নী—

সকলে। একি—একি—কি ব্যাপার—

পদ্ম। ভূত—ভূত ! মামা --ভূত হ'য়েছে—

সকলে। ওরে বাবারে—মারে—ধ'ল্লেরে—খেলেরে !

রা। এঁ্যা ! কি—কি—ব্যাপার কি ? আরে—পদ্মা কোত্থেকে ?

সকলে। জয় রাম—জয় রাম—

ভট্টা। শ্রীরাম—শ্রীরাম—কিং ভীষণং ভৌতিকং—বিকট মূর্ত্তিং ! জয় শালগ্রাম—জয় শালগ্রাম—রক্ষা কুরুং রক্ষা কুরুং—

ক্ষে। ওরে—তোরা এতগুলু মাগীমদ্দ আছিস্—বেড়ীপেটা খুন্তিপেটা কর্‌না—নোয়া ছোঁয়ানা—

রা। ও গিন্নী—ও পদ্মা—

প। ঐরে—মামীগো ! দরজায় খিল দাও গো—অপঘাতে ম'রে সত্ত সত্ত ভূত হ'য়ে এসেছে গো—এখনও তোমার আমার মায়া ছাড়তে

পারেনি! জয় রাম—জয় রাম! নিতাই দাদা—কাছে যেওনা—পালিয়ে এস—পালিয়ে এস—

রাম। ওরে পদা - গুওটা পাজী! আমি ম'রেছি কে বল্লে? তুই বুঝি? ও গিন্নী? তুমিও কি ক্ষেপ্‌লে নাকি?

গি। ওগো—যা হবার হ'য়েছে—আবার তুমি এলে কেন গো? ওগো—আমি খবর পেয়েই তোমার ছেরাদ্দ ক'র্ত্তে বসেছি গো—আমার কোনও দোষ নেই! তুমি যাও—আমি ভাল ক'রে তোমার পিণ্ডি দিচ্ছি!

রা। এঁ্যা—এসব বলে কি রে! আমাকে জ্যান্তে ভূত বানিয়ে দিলিরে পদা? ও ক্ষেন্তপিসি—আরে তুমি শোননা—

ক্ষে। খবরদার ব'ল্‌ছি মুখপোড়া—এখুনি আঁসবঁটী দিয়ে তোর নাক কেটে দোবো—

রাম। আরে অ ভট্‌চায্যিখুড়ো? বলি—আমার জ্যান্তে পিণ্ডির ব্যবস্থা ক'ল্লে বাবা?

ভট্টা। ভোঃ রামকমলস্য ভূতং! আমার একটুও দোষং নাস্তি! আমি অতি শুদ্ধাচারেণ তোমার শ্রাদ্ধং করিষ্যন্তি! তুমি তফাতং গচ্ছং—নচেতং আমি অসামালং ভবন্তি স্ম!

সকলে। ওরে বাবারে—কি সর্ব্বনাশ রে—এমন দিনের বেলায় সত্যভূত তো কখনো দেখিনি রে—ডাক্—ডাক্—রোজা ডাক্—

(হরঠাকুর্দ্দার প্রবেশ)

সকলে। ঠাকুর্দ্দা! পালাও—পালাও—রামকমল বড় দুর্দ্দান্ত ভূত হ'য়েছে—পালাও—পালাও—

হর। সে কি রে? কই—দেখি—

রা। ঠাকুর্দ্দা—তোমার পায়ে প'ড়্‌ছি—তুমি বৃদ্ধ,—প্রাচীন লোক—দেখ দাদা—আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখ—মাইরি ব'ল্‌ছি—

আমি মরিনি—বেঁচে আছি। ঐ পদা ব্যাটাচ্ছেলে মিছি মিছি ব'লেছে —আমি মরিছি! দোহাই দাদা—দোহাই—(হরঠাকুর্দ্দার পদমূলে পতন)

হর। তাইতো—তাইতো—এতো সত্যিই রামকমল জলজ্যান্ত বেঁচে! আর তোরা গাঁ-শুদ্ধু লোক মিলে মিছে গণ্ডগোল বাধিয়েছিস্?

রা। এই বল দাদা—বল! তুমিই এর বিচার কর—এ সব পদাব্যাটার বদ্‌মায়িসি—

সকলে। এঁ্যা—সত্যি নাকি? রামকমল বেঁচে? ছিছি—পদা এমন জোচ্চোর?

হর। হ্যাঁরে পদা? তোর এই কাজ? জলজ্যান্ত মামা বেঁচে— আর মামীকে থান পরিয়ে মামার পিণ্ডি দেওয়াচ্ছিস্?

রা। বোঝো দাদা—বোঝো! ভাগ্নের আক্কেলটা একবার বোঝো!

প। আর মামার আক্কেলের কথাটাও তবে একবার শুনুন—তাহ'লে সেটাও সকলে বুঝ্‌তে পার্ব্বেন। উনি ভাগ্নেকে এক ব্যাটা আড়ৎদার বাঙালের কাছে তিনশো টাকায় জন্মের শোধ বেচে এসেছিলেন,—মামারই বা কি রকম আক্কেল বাবা?

রা। মিছে কথা! কে বলে—কোন্ শালা এ কথা বলে?

প। সত্যি মিথ্যে—এখুনি সেই লোকের কাছে গেলেই সব ভজাভজি হ'য়ে যাবে! গাঁ-শুদ্ধু সকলে আমার সঙ্গে চলুক—

হর। হ্যাঁ হে রামকমল! এ কথা কি সত্যি?

রা। যাক্—যাক্ দাদা—সে সব কথায় আর তবে কাজ নেই! যেমন মামা—তার ভাগ্নেও ঠিক তেমনি! শোধবোধ হ'য়ে গেছে। আর গণ্ডগোল ক'রে ফল কি?

ভট্টা। কিং পদ্মলালং—শ্রাদ্ধং ন করিষ্যন্তি? বিদায়ং মাঠে মৃতং?

প। মুত্তং কেন? পাবেং বইকি? এতগুলো খোলা কেটে ম'রেছ—মজুরি দোবোনা?

হর। ছি-ছি—কেলেঙ্কারি! নাঃ—কেলেঙ্কারিই বা বলি কেন? এ একটা নতুন রকম আমোদ হ'য়ে গেল। শ্রাদ্ধের খাওয়া বড় দুঃখের,—তার বদলে একটা প্রীতিভোজ হবে এখন!

রা। এত খরচপাতি ক'চ্ছে কে?

প। ভগবান ক'চ্ছে মামা! তোমায় তার আর কি ব'ল্‌বো! ভট্‌চায্‌! এ সমস্ত শ্রাদ্ধের জিনিস-পত্তর তুমিই ঘরে নিয়ে যাও—আর এই টাকাটী তোমার দক্ষিণে নাও বাবা! যাও—মামা! মামীকে তুমি নিজের হাতে সধবা সাজিয়ে দাও—তাহ'লেই সব দোষ কেটে যাবে! বুঝে যাও—তোমার অবর্ত্তমানে শ্রাদ্ধের ঘটাটা কি রকম জাঁকজমকে ক'র্‌বো! এস, এখন পাতা কর্ব্বার ব্যবস্থা করি—

রা। তা যাচ্ছি চল্‌—মোদ্দাৎ তুই মাঝখান থেকে খুব একটা রগড় ক'রে নিলি—

সকলে। যা ব'ল্লে! রগড় ব'লে রগড়—**বেজায় রগড়**॥

(সকলের প্রস্থান)

ক্রোড় দৃশ্য

রঙ্গিনীগণ

উপসংহার-গীত

কত, রগড়ে চ'ল্‌ছে এ ধরা।
কেবল, রগড় ক'র্ত্তে, আসা মর্ত্ত্যে,
রগড়ে সংসার ভরা ॥
কেউ ঠকে, কেউ ঠকায় কারে, কেউ হারে কেউ জেতে,
কত, শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি হ'চ্ছে দিনে রেতে ;—
কেউ এক ঘা খেয়েই কুপোকাৎ,
কারও এক চালেতেই বাজিমাৎ,
কেউ চ'ল্‌ছে নিয়ে জোর বরাত,
কারও খালি বাজে ঘুরে মরা।

যবনিকা

শিবমস্তু

পেলারামের স্বদেশিতা

যাহার উপর্য্যুপরি চৌদ্দ রাত্রি অভিনয়ের পর—আপাততঃ গবর্ণমেণ্ট অনুমত্যানুসারে অভিনয় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মূল্য ১৲ টাকা।

জোর বরাত

নাট্যজগতে এরূপ হাস্যরসপূর্ণ—চমৎকার নাটক আজ পর্য্যন্ত একখানিও হয় নাই। মূল্য ॥০ আনা

ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

সেকেন্দার শাহ

(Alexander The Great) মূল্য ১॥০ দেড় টাকা

সেই মনোমুগ্ধকারী পৌরাণিক নাটক

"অর্জ্জুন-উর্ব্বশীর" উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত

ফুলশর

মূল্য ৷৷০ বারো আনা

বৈবাহিক

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত

দুই অঙ্কে সমাপ্ত; মূল্য আট আনা

উপেক্ষিতা (নাটক) ১৲, ভূতের বিয়ে (প্রহসন) ।০, সাইন অফ্ দি ক্রস্ (নাটক) ১৲, সৎসঙ্গ ১৲, বিদ্যাধরী ॥/০, ক্ষত্রবীর ১৲, বেজায় রগড় ।০, কলের পুতুল ।০, বরবর্ণিনী (উপন্যাস) ১।০, অভিনয় শিক্ষা ২৲, সওদাগর ॥০, নারীরাজ্যে (নাটিকা) ॥০, যুগমাহাত্ম্য (প্রহসন) ॥০, ডারবি টিকিট (প্রহসন) ॥০, গুরুঠাকুর ।০,